দৈনিক বাংলা

তারিখ 3 0 MAY 1986 ~~3 0 JUN 1986~~
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...
113
৩০/৬/৮৬ দৈনিক বাংলা
3 0 JUN 1986

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ

প্রথম বার্ষিক স্নাতক শ্রেণীতে
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন অনুষদের নিম্নবর্ণিত স্নাতক কোর্সের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তির উদ্দেশ্যে লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য প্রার্থিগণের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে:

১। স্নাতক পশুচিকিৎসা (ডিভিএম)
২। স্নাতক কৃষি (সম্মান)
৩। স্নাতক পশুপালন (সম্মান)
৪। স্নাতক কৃষি অর্থনীতি (সম্মান)
৫। স্নাতক কৃষি প্রকৌশল (সম্মান) এবং
৬। স্নাতক মৎস্য বিজ্ঞান (সম্মান)।

বর্ণিত শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন অনুষদের প্রথম বার্ষিক স্নাতক শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্যে পশু চিকিৎসা অনুষদে ৫৫, কৃষি অনুষদে ২৫০, পশুপালন অনুষদে ৪০, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে ৫০, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদে ৬০ এবং মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদে ৬০ সর্বমোট ৫১৫টি আসন নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়া নির্ধারিত কোটার বহির্ভূত উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্যে প্রত্যেক অনুষদে ১টি করে মোট ৬টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। খেলাধুলা ও সংস্কৃতিমূলক কার্যাবলীতে বিশেষ পারদর্শী ছাত্রছাত্রী ভর্তির নিমিত্ত খেলাধুলায় কৃতিত্বের অধিকারী ১২ জন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কৃতিত্বের অধিকারী ৬ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হবে।

[illegible] যোগ্যতা:

(ক) [illegible] সমমানের পরীক্ষায় পাস করে পরবর্তীতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল সেই সকল ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্যে আবেদন করতে পারবে।

(খ) বিজ্ঞান গ্রুপে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষার উভয় পরীক্ষায় মোট নম্বরের যোগফলের গড়ে শতকরা ৫৫ নম্বর পেয়ে প্রত্যেক পরীক্ষায় ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে গণ্য করা হবে। এই শর্তে যে (১) ভর্তি প্রার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত এবং/অথবা জীববিদ্যা বিষয়ের কোনোটিতে শতকরা ৪৫ নম্বরের কম পেলে চলবে না। (২) কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদে ভর্তিপ্রার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে কমপক্ষে শতকরা ৫০ নম্বর পেতে হবে। (৩) কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি প্রার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে কমপক্ষে শতকরা ৪৫ নম্বর এবং বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ের প্রতিটিতে কমপক্ষে শতকরা ৪০ নম্বর পেতে হবে। (৪) পশু চিকিৎসা অনুষদ ও মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি প্রার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জীববিদ্যা বিষয়ে অবশ্যই শতকরা ৪৫ নম্বর থাকতে হবে।

ভর্তির জন্যে আবেদনের নিয়ম: পূবালী ব্যাংকের বিভিন্ন জেলা সদরে অবস্থিত শাখাসমূহে এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে অবস্থিত শাখায় প্রতিকপি ভর্তির আবেদনপত্র ও প্রতিকপি ভর্তি নির্দেশিকার মূল্য বাবদ যথাক্রমে ৪০/০০ (চল্লিশ) ও ১০/০০ (দশ) টাকা জমা দিয়ে ভর্তির আবেদনপত্র ও ভর্তি নির্দেশিকা সংগ্রহ করা যাবে। ভর্তি নির্দেশিকায় সন্নিবেশিত নিয়মানুযায়ী ভর্তি কর্মসূচী পরিচালিত হবে। ভর্তির আবেদনপত্র পূরণ করে আগামী ২২শে জুন, ১৯৮৬ তারিখের মধ্যে সরাসরি অথবা ডাকযোগে 'আহ্বায়ক, ডীন পরিষদ (পশুপালন অনুষদ) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা: ময়মনসিংহ' এই ঠিকানায় অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।

উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্যে সংরক্ষিত আসনে আবেদনের নিয়ম: উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদেরকে উপজাতীয় হিসেবে গণ্য করার প্রমাণ স্বরূপ যে কলেজ হতে পাস করেছে তার অধ্যক্ষ বা কোনো প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার বা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/হেডম্যানের নিকট হতে সংগৃহীত সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে এবং আবেদনপত্রের শীর্ষদেশে 'সংরক্ষিত আসনের জন্যে আবেদন' এই মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে।

লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে বাছাই: প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ হতে প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধানুসারে প্রথম ৩,০০০ (তিন হাজার) আবেদনকারীকে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে। তবে ৩,০০০তম প্রার্থীর সমান নম্বর প্রাপ্ত সকল প্রার্থীকেই লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষায় ডাকা হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর নির্ধারিত সময়সূচী:

ভর্তির আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে আহ্বায়ক, ডীন পরিষদ ও ডীন, পশুপালন অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর নিকট পৌঁছানোর শেষ তারিখ:	২২শে জুন, ১৯৮৬ রোববার, বিকেল ৫টা।
লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ ও তাদের নিকট প্রবেশপত্র ডাকযোগে প্রেরণ:	২০শে জুলাই, ১৯৮৬ রোববার।
লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষার তারিখ ও সময়:	৫ই আগস্ট, ১৯৮৬ মঙ্গলবার, সকাল ৯—১২টা।
অনুষদওয়ারী প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ:	২৪শে আগস্ট, ১৯৮৬ রোববার।
সাক্ষাৎকার:	২৫শে আগস্ট, ১৯৮৬ সোমবার।
অনুষদওয়ারী ভর্তির জন্যে নির্ধারিত প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ (চূড়ান্ত ও অপেক্ষমান):	২৬শে আগস্ট, ১৯৮৬ মঙ্গলবার।
ভর্তি অনুষ্ঠান (চূড়ান্ত তালিকা হতে):	২৭শে আগস্ট, ১৯৮৬ বুধবার, সকাল ৮টা হতে।
ভর্তি অনুষ্ঠান (অপেক্ষমান তালিকা হতে):	২৮শে আগস্ট, ১৯৮৬ বৃহস্পতিবার, সকাল ৮টা হতে।

লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষা: সকল অনুষদের জন্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষায় মোট ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে এবং এর সময়সীমা হবে তিন ঘন্টা। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (ক) পদার্থবিদ্যা (খ) রসায়ন (গ) গণিত (ঘ) জীববিদ্যা এবং (ঙ) সমন্বিত বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত অথবা জীববিদ্যা বিষয়াদি সমন্বয়ে প্রণীত হবে)। উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের জন্যে ২৫ নম্বর নির্দিষ্ট থাকবে এবং প্রত্যেক প্রার্থীকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নসহ চারটি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, যে সকল প্রার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে চতুর্থ বিষয়ে (ফোর্থ সাবজেক্ট) পরীক্ষা দেয়নি কেবল তারাই উল্লিখিত তালিকা হতে অধীত তিনটি বিষয়সহ সমন্বিত বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যারা চতুর্থ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, তারা সমন্বিত বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই অংশটুক বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

মেধার স্কোর: (ক) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২০০০ নম্বরের জন্যে শতকরা ৫ ভাগ হিসেবে ১০০ ধরে এই পরীক্ষাদ্বয়ে প্রাপ্ত নম্বরকে রূপান্তরিত করে প্রার্থীদের প্রাথমিক মেধা স্কোর নিরূপণ করা হবে। (খ) লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষার মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে প্রাথমিক মেধা স্কোরে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মেধাক্রম অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে। চূড়ান্ত মেধা তালিকার প্রার্থীসংখ্যা ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসনের সমসংখ্যক হবে। (গ) এছাড়াও, ভর্তি কমিটি মেধাক্রম অনুযায়ী পরিমিত সংখ্যক প্রার্থীদের নিয়ে অপেক্ষমান প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন করবেন। চূড়ান্ত মেধাতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন প্রার্থী ভর্তি না হলে এরূপ ক্ষেত্রে অপেক্ষমান প্রার্থীদের তালিকা হতে মেধাক্রম অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হবে। (ঘ) উল্লেখ থাকে যে লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষায় যারা অনুপস্থিত থাকবে অথবা যারা লিখিত পরীক্ষায় ৩০-এর কম নম্বর পাবে, তাদের মেধা স্কোর হিসাব করা হবে না।

অপশন: (অনুষদ নির্বাচনের জন্যে অগ্রাধিকারক্রম) বর্ণিত শিক্ষা বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তিপ্রার্থীদের নিজ নিজ পছন্দমত অনুষদে ভর্তির ইচ্ছা জ্ঞাপনপূর্বক আবেদনপত্রে অনুষদের নামের ঘরে অগ্রাধিকারের সঠিক নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। প্রার্থী ইচ্ছা করলে ছয়টি অনুষদেই অগ্রাধিকারক্রমে ভর্তির আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। তবে পছন্দের এই ক্রম পরে কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না।

অসম্পূর্ণ অনিয়মিত ও অস্পষ্ট আবেদনপত্র সরাসরি বাতিলরূপে গণ্য হবে।

নির্বাচনী পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে কোনো প্রকার যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় না এবং তাদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

বর্তমানে হলে সীটের অপ্রতুলতা রয়েছে। এ কারণে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের হলে সীট প্রদান সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয় এবং ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের নিজ দায়িত্বে থাকা ও খাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডিএফপি(স)—৮৯৩৮(৬)২৮-৫
জি—১৯৪৮

রেজিস্ট্রার
ফোন: ৫৬৯৫, ৫৬৯৬, ৪১৯৩